দ্বিতীয় প্রবাস - ৯

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

সোমবার, ২১শে আগস্ট, নোমানদের বাসায় তাদের পারিবারিক বন্ধু ও ডাউ ক্যামিকেলের সহকর্মী একজন ভারতীয় ক্যামিকাল ইঞ্জিনিয়ার সুমেষ ও তার পরিবারের নিমন্ত্রন ছিল। রাজপুতানার ছেলে সুমেষ ও তার দক্ষিন ভারতীয় স্ত্রী আজ প্রায় দশ বৎসর ধরে আমেরিকার অভিবাসী। মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে সুমেষ আমেরিকায় পড়াশুনা শেষ করে ভারতবর্ষে ফিরে গিয়েছিল এবং দিল্লীতে কোন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজও নিয়েছিল। কিন্তু আঞ্চলিকতা ভিত্তিক আভ্যন্তরীন রাজনীতির কারণে সে পদে তার বেশীদিন থাকা হয়নি। শুনে বেশ অবাকই হলাম। আমার ভারতবর্ষ প্রেমী বাংলাদেশী বন্ধু-বান্ধব এবং ভারতীয় পত্র-পত্রিকা পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষ গত ষাট বছরে এই সব আঞ্চলিকতার অভিশাপ কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। সুমেষ নিজে কূলীন ব্রাহ্মণ, কিন্তু চিন্তা চেতনায় অত্যন্ত অগ্রসর এবং প্রচন্ড রকমের সেকুলার। তার সুদৃঢ় ধারণা ভারতবর্ষ কোনদিনই বিশ্বশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবেনা যতদিন পর্যন্ত না দেশটি আঞ্চলিকতা বা সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ কাটিয়ে উঠতে পারবে। আর এজন্য সকলের আগে প্রয়োজন সত্যিকার সেকুলার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে হিন্দু, মুসলমান বা খৃস্টান না হয়ে 'মানুষ' হওয়া। হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার এবং প্রসার, ব্রাহ্মণ্যবাদের কৌলিণ্য এবং ছুতমার্গ, ভারতীয় জনমানসের মূলস্রোত থেকে মুসলমানদের নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখার প্রবনতা, হরিজন, অচ্ছুৎ এবং অন্যান্য 'মাইনরিটি' জনগোষ্ঠিদের সামাজিক ভাবে আগানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা জাতীয় কাজে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ না হলে ভারতবর্ষের অগ্রগতি নিশ্চিতভাবে ব্যহত হবে। সুমেষ বিশ্বাস করে হিন্দু প্রধান ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি একজন মুসলমান , প্রধানমন্ত্রী একজন শিখ , সেনাপতি বা প্রধান বিচারপতি একজন খৃস্টান - ইত্যাদি একধরণের প্রতারণা মাত্র। এগুলোর আন্তর্জাতিক প্রপাগান্ডা ভ্যালু হয়তো অনেক, কিন্তু এসবের সত্যিকার মূল্য খুব একটা আছে কি? ভারতীয় বধু হয়েও সোনিয়া গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি কেন? গুজরাটের গোধারায় মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় যে মুসলিম নিধন যজ্ঞ পালিত হয়েছে, যেভাবে শিখ, খৃষ্টান বা অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা ভারতবর্ষে প্রতিনিয়ত নিগৃহীত হচ্ছে তার সাথে এই ধরণের প্রপাগান্ডার কোন মিল আছে কি?

কথাগুলো সুমেষের না হয়ে কোন ভারতীয় সংখ্যালঘুর হলে হয়তো আমি আমি এতটা অবাক হতাম না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে পাকিস্তান নামক রক্তলুলোপ খুনে ধর্মান্ধ রাষ্ট্রটির প্রতি আমার যতটাই ঘৃণা, বিশ্বজোড়া মোটামুটি সেকুলার হিসেবে পরিচিত প্রতিবেশী ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা তার চেয়ে অনেক বেশি। অবশ্যই এই ভালবাসার উৎস ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে ভারতবর্ষের ভূমিকা। এই ভালবাসা বন্ধু হিসেবে বন্ধুর প্রতি ভালবাসা, প্রভু হিসেবে নয়। প্রচন্ড ভারত বিদ্বেষীও স্বীকার করবেন যে ১৯৭১ সালে ভারতবর্ষ পাশে না দাঁড়ালে আজকের বাংলাদেশের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হতো। (বর্তমান বি এন পি - জোট সরকারের পোষা পাকিস্তানের পা-চাটা কিছু আঁতেল ইতিহাস লিখার নামে যেসব যে বিকৃত কল্পকাহিনী লিখার প্রয়াস পাচ্ছে তার কথা বলছি না; ইতিহাস বলতে যা বোঝায় সে ইতিহাসের কথা বলছি।) বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আমি বহুবার কলকাতা, মুম্বাই এবং দিল্লী গিয়েছি। কিন্তু কখনো মনে হয়নি ভারতবর্ষ সেকুলার নয়। বিভিন্ন

সময়ে সংঘটিত সাম্প্রতিক দাঙ্গাকে মনে হয়েছে কোন অনভিপ্রেত বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সুমেষের বিশ্লেষণ ভারতবর্ষের ধর্ম নিরপেক্ষতা সম্পর্কে আমাকে নতুন করে ভাবার খোরাক জোগালো।

২২ শে আগষ্ট সামার ভ্যাকেশন শেষ; পরদিন মিডল্যান্ড এবং আশেপাশের সব শহরের সব স্কুল খুলে যাবে। গত দু'তিন উইক এন্ড ধরেই আমাদের নাতি - নাতনী জিবরান ও মিঢ়েয়া 'ব্যাক টু স্কুলের' প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রতি উইক এন্ডে ওরা সুপার মার্কেটে যাচ্ছে আর স্কুলে এটা সেটা যেমন ব্যাগ, পেনসিল, ইরেজার ইত্যাদি স্টেশনারী প্রডাক্টস কিনছে। স্কুল খুলে যাবে বলে ওরা খুব খুশী। স্কুল খোলার তিন দিন পর ২৬ শে আগষ্ট আমরাও নিউ ব্রানসউইকে চলে যাব। যদিও রাটগারস ইউনিভার্সিটিতে আমার ক্লাশ শুরু হবে সেপ্টেম্বর মাসের পাঁচ তারিখ, আমি একটু আগেই যেতে চাইছি। এই বৃদ্ধ বয়সে একটা নতুন জায়গায় গিয়ে গুছিয়ে বসতে একটু বেশি সময় লাগবে বলেই আমার ধারণা। আর তাই আমি ইউনিভার্সিটি শুরু হবার দিন দশেক আগেই যেতে চাইছি। আমার প্রায় তিন যুগের পুরোনো বন্ধু এবং সহকর্মী মাহমুদ হাসান সেখানে আমার জন্য একটি 'আনফার্নিসড' এপার্টমেন্ট ভাড়া করে রেখেছেন। সেটাকে ফার্নিসড করার জন্যও তো কয়েকটা দিন সময়ের প্রয়োজন। তাই আমরাও আমাদের গোছগাছ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। ক'দিন আগে, গত দশই আগষ্ট নাকি কিছু সন্ত্রাসী লন্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দর থেকে আমেরিকা গামী দশটি বিমানকে উড়ন্ত অবস্থায় ধ্বংস করার এক ষড়যন্ত্র করেছিল। সেটা নাকি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দারা ব্যর্থ করে দিতে পেরেছে। কিন্তু তার ফলশ্রুতিতে বিমান ভ্রমনে নিরাপত্তা চেকে আগের চাইতেও কড়াকড়ি করা হয়েছে। দশই আগষ্টের পর পরই শোনা গেল কোন বিমান যাত্রীকেই নাকি পাসপোর্ট এবং টিকিট ছাড়া কোন হ্যান্ড লাগেজ নিতে দেওয়া হচ্ছেনা। ক'দিন পরে শোনা গেল যে হ্যান্ড লাগেজ নিতে দেওয়া হচ্ছে, তবে তাতে ক্রিম বা জেলি জাতীয় কসমেটিক্স বা অন্য কোন তরল কোন পদার্থ - এমন কি বাচ্চাদের দুধও থাকতে পারবে না। এসব কথা শুনে আমাদের তো অবশ্যই দুশ্চিন্তা হওয়ার কথা; আমাদের সাথে তো বিয়ের পুরো বাজার রয়ে গেছে। সিডনী থেকে আমেরিকা আসার সময়ই আমরা ওভার ওয়েট ছিলাম আর সে জন্য অতিরিক্ত মাশুলও গুনেছি; এবার আর তা গুনতে চাইনা। এসময় নোমান অভয় দিল; ওরা যখন বিয়েতে যোগ দিতে কানেকটিকাট আসবে, তখন চারজনে আটটা সুটকেস নিতে পারবে। কাজেই অতিরিক্ত ওজন হলেও কোন সমস্যা নেই। স্থির হলো যে সব লাগেজ আমাদের না নিলেই নয় আমরা শুধু সেগুলোই নিয়ে যাব; বাকী মাল সোনিয়াদের সাথে আসবে।

নিউ ব্রানসউইক রওয়ানা হওয়ার আগের রাতে নোমান-সোনিয়াদের পারিবারিক বন্ধু ডঃ তওহীদ এবং ডঃ সোমার বাসায় নিমন্ত্রন ছিল। তওহীদ নোমানের মতই ডাউ কেমিক্যালে কাজ করে, সোমা মাত্র সেদিনই ক্যামিস্ট্রিতে ডক্টরেট শেষ করেছে; এখনো কোন চাকুরী নেয়নি। সম্প্রতি ওরা নতুন বাড়ী কিনেছে আর তাই এ গৃহ প্রবেশের নিমন্ত্রন। ওদের বাসায় মিডল্যান্ড ও আশে-পাশের শহর থেকে বেশ কিছু বাংলাদেশী এবং ভারতীয় বাঙালী এসেছেন। এ ছাড়া ঢাকা থেকে সোমার আব্বাও বেড়াতে এসেছেন। খাবার শেষে বেশ গল্প জমে উঠলো, তবে সব গল্পই কেমন করে যেন বাংলাদেশের অন্ধকারাচ্ছান্ন বর্তমান এবং আরো বেশী দুঃসময়ের ভবিষ্যৎ; জর্জ বুশের মত ন্যায় নীতিবোধ বিবর্জিত একজন জঘন্য মানুষের পরপর দুবার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়া, তাও আবার আমেরিকার মত জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত দেশের উচ্চ শিক্ষিত মানুষদের ভোট পেয়ে; আমেরিকার অস্বাভাবিক ইহুদী প্রীতি এবং প্রচন্ড আল কায়েদা ভীতি; কিংবা ইরাকে আমেরিকা এবং তার দোসর হানাদার এবং আগ্রাসী বাহিনীর লেজে গোবরে হবার অবস্থাকে কেন্দ্র করে। ইচ্ছা থাকলেও আমাদের পক্ষে বেশী রাত পর্যন্ত থাকা

সম্ভব ছিল না কেননা পরদিন সকাল ছ'টায় আমাদের ফ্লাইট। তবু উঠতে উঠতে এগারোটা বেজে গেল;বাসায় গিয়ে শুতে শুতে রাত দেড়টা!

শুলেও কি আর ঘুম আসে? সকাল চারটায় উঠে এয়ারপোর্টে যাবার প্রস্তুতি নিলাম। সামান্য চা - নাস্তা খেয়ে সাড়ে চারটার মধ্যে বাড়ী থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরের এম বি এস এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমেরিকার আভ্যন্তরীন ফ্লাইটে ৯/১১ এর আগে বিমান ছাড়ার নির্ধারিত সময়ের আধ ঘন্টা আগে চেক ইন করলেই হতো, এখন আর সেদিন নেই। বর্ধিত নিরাপত্তা পরীক্ষার প্রয়োজনে ছোট এবং কম ব্যস্ত এয়ারপোর্ট গুলোতেও কমপক্ষে এক ঘন্টা আগে রিপোর্ট করতে হয়। আমরাও তাই করলাম। কিন্তু বেখেয়াল হওয়ার কারণে আমাদের একটা হ্যান্ডব্যাগে এক টিউব টুথপেস্ট, এক কৌটা টাইগার বাম এবং একটি লিপস্টিক রয়ে গিয়েছিল। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর একটু মৃদুমন্দ ধমকের সাথে টাইগার বামের কৌটা আর লিপস্টিকটি ফিরিয়ে দেয়া হলো; কিন্তু টুথপেস্টটি আর পাওয়া গেল না। নিরাপত্তা পরীক্ষায় দীর্ঘ সময় লাগার কারণেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, নির্ধারিত সময়ের বিশ মিনিট পর আমাদের ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট আকাশে উড়লো। এটা নন-স্টপ ফ্লাইট নয়; আমরা প্রথম যাবো শিকাগোর ও'হেয়ার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, তারপর সেখান থেকে অন্য ফ্লাইট ধরে যেতে হবে আমাদের এবারের গন্তব্য নিউ জার্সি স্টেটের রাজধানী ন্যুয়ার্কের লিবার্টি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। বন্ধু মাহমুদ হাসান সেখান থেকে আমাকে তার বাসায় নিয়ে যাবেন।

চলবে - -

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)